সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং দোয়া ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর।

পর্সমাচার এই যে,

আমরা মুসলিম উম্মাহ্। জানোয়ারের মত খেয়ে দেয়ে বাঁচার জন্য আমরা দুনিয়াতে আসিনি। আমরা এসেছি আল্লাহর জমীনে আল্লাহর রাজত্ব কায়িম করতে। আমরা এসেছি অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার চাষ করতে। রাসূলুল্লাহর শান রাসূলুল্লাহর শরিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের প্রিয় নবী প্রাণের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিনি সায়্যিদু ওয়ালদি আদম, সমস্ত মানব জাতির সর্দার। তিনি হাবিবুল্লাহ, আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু। তিনি সায়্যিদুল মুরসালিন, সকল নবীদের সরদার। তিনি হামিলুল এওয়াইল হামদ, কিয়ামতের দিন তিনি আল্লাহর প্রশংসার নিশান বহন করবেন। তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি আল্লাহ ও বান্দর মাঝে সেতু বন্ধন। মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপানে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে তার অবস্থান।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ্!

গোটা কুফফার বিশ্ব আজ একজোট হয়েছে। তারা আমাদেরকে প্রিয় নবী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তার ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তার আনীত শরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। ওয়াল্লাহি! আমাদের দেহ থেকে প্রাণ বের হয়ে যেতে পারে, আমাদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমরা প্রিয় নবীর ভালবাসা ছাড়তে রাজি নই, তার মুহাব্বাত ছাড়তে রাজি নই। তার ইজ্জতের জন্য, তার আজমতের জন্য, তার মর্যাদার রক্ষার জন্য আমরা আদের জান, মাল, ইজ্জত সবকিছু কোরবাণ করতে পারি।

প্রিয় উম্মাহ্!

আপনার জানেন সম্প্রতি ভারতের দুই কুলাঙ্গার মুশরিক প্রিয় নবীর শানে চরম বেয়াদবি করেছে। আজ গোটা মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভে ফোঁসছে, রক্ত ঝড়ছে মুসলিম উম্মার হৃদয়ে। আমরা পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, যারা আল্লাহর হাবিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সঙ্গে বেয়াদবি করে; তারা সত্য ও সুন্দরের দুশমণ, তারা মাটি ও মানুষের দুশমণ, তার মানবতা ও সভ্যতার দুশমণ, তারা আসমান ও জমিনের দুশমণ, তার পরিবেশ ও পশু-পাখির দুশমণ। এই বেয়াদবরা পৃথিবীর ক্যান্সার, পৃথিবীর জীবন রক্ষায় এদেরকে সরিয়ে ফেলা জরুরি। নাহলে আল্লাহর গজব গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করবে। আল্লাহর হাবিবের সঙ্গে যে বেয়াদবি করে আল্লাহর জমিনে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকার তার অধিকার নেই, পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নেয়ার তার অধিকার নেই। শাতিম গোস্তাখে রাসূলের ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট আইন হলো তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। তাদের তাওবা কবুল করা হবে না।

ঈমাম খাত্তাবি (রহিঃ) বলেন,
শাতিমে রাসূলকে যে হত্যা করা ওয়াজিব এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেছেন বলে আমার জানা নেই। যদি দেশে ইসলামী আইন না থাকে, তাহলে যে যেখানে যেভাবে পারে তাকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে। এটিই সর্বসম্মত ফতোয়া।

আলহামদুলিল্লাহ!

মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও আবদুল্লাহ বিন আতিকের রোহানি সন্তানরা কোনো গোস্তাখে রাসূলকে ক্ষমা করেননি। যুগে যুগে যারাই মুহাম্মদে আরবির সঙ্গে বেয়াদবি করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, মুহাম্মদের রফাদার উম্মতরা তাকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ!

বাংলার জমিনেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন চক্ষু শীতল করার দৃশ্য দেখার তাওফিক দেখিয়েছেন। বাংলার নবী প্রেমিক দামাল ছেলেরাও অসংখ্য গোস্তাখে রাসূলকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে। উম্মাহর পক্ষ থেকে ফরজ আদায়

করেছে। দোয়া করি আল্লাহ্ এমন নবী প্রেমিক সিংহ শারদুল, এমনকলিজাওয়ালা সন্তান এই উম্মাহর ঘরে ঘরে পয়দা করে দিন। উম্মাহর গর্ব এই মর্দে মুজাহিদদের আল্লাহ্ জন্নাত নসিব করুন।

আলহামদুলিল্লাহ্!
ভারতে দুই কুলাঙ্গারের বেয়াদবির পর বাংলার মুসলিম যুবকরা আজ জেগে উঠেছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির মুসলিম তরুণরা আজ রাস্তায় নেমে এসেছে। নবী প্রেমে উজ্জীবিত এই তরুণদেরকে আল্লাহ রহম করুন, তাদের ঈমান আমলে বরকত দিন।

এই জাহেলি সরকার, কুফুরি শাসন ব্যবস্থা, এই দাজ্জালি মিডিয়া যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করে আসছে উম্মাহর তরুণদের অন্তর থেকে তাদের নবীর মুহাব্বত বের করে দিতে। কারণ তারা জানে নবীর মুহাব্বত, রাসূলের ভালবাসা উম্মাহর অস্তিত্বের জামিন। এই উম্মাহকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে তাদের, তাদের নবী থেকে, তাদের নবীর মুহাব্বত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ্!
মুসলিম তরুণদের নবী প্রেমের এই উত্তাল জোয়ার আবারও প্রমান করেছে বাংলার জমিন থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করা সহজ নয়। এটি নিঃসন্দেহে ভারতের হিন্দুত্ববাদীর শক্তি গালে এক বড় চপেটাঘাত।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ্!
যে জমিনে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবি হয়, সেই জমিনে সুখে ঘুমানো আমাদের জন্য হারাম। গোস্তাখে রাসূল নামক এই আবর্জনাগুলো পৃথিবী থেকে আমাদের সরাতেই হবে। এদের হত্যা করা আমাদের দ্বীনের অবিচ্ছেদ্ধ অংশ, আমাদের ঈমানের অনিবার্য দাবি। মুসলিম উম্মাহর বীর মুজাহিদরা, হে মুহাম্মদ বিন মাসলামার উত্তরসূরীরা, হে আবদুল্লাহ বিন আতিকের রোহানি সন্তানরা হৃদয়ে জ্বালো নবী প্রেমের জজবা। গোস্তাখে রাসূলদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার মহাদায়িত্ব আজ তোমাদের ঘাড়ে।

রাসূলুল্লাহর ইজ্জতের পাহারাদার, হে মুসলিম তারুণ্য! তুমি কি হতে চাওনা সে জান্নাতি কাফেলার একজন যারা আল্লাহর হাবিবের ইজ্জত রক্ষায় শহীদ হয়েছেন। তুমি কি হতে চাওনা সেই ভাগ্যবানদের কাতারে সামিল হতে যারা শাতিমে রাসূলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে নবী প্রেমের রাজমুকুট মাথায় ধারণ করেছেন। কেমন হবে যদি তুমি নবী প্রেমের এই মোবারক তাজ পরে হাওজে কাউসারের পারে প্রিয় নবীর সাথে সাক্ষাৎ করো!!!

আছে কোনো মুসলিম যুবক, কোনো সিংহ শারদুল, কোনো মর্দে মুজাহিদ যে এই বিরল সৌভাগ্য অর্জন করবে? নাম লেখাবে মহান সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আতিক কিংবা মুহাম্মদ বিন মাসলামাদের কাফেলায় ?